# কবিতাসমগ্র শহীদ কাদরী

# কবিতাসমগ্র

## শহীদ কাদরী

সংকলন ও সম্পাদনা

মুহিত হাসান

KOBI PROKASHANI

কবিতাসমগ্র : শহীদ কাদরী
সংকলন ও সম্পাদনা : মুহিত হাসান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
নীরা কাদরী

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৫৫০ টাকা

Collected Poems by Shaheed Quaderi Compiled and edited by Muhit Hasan
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: December 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 550 Taka RS: 550 US 35 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

**ISBN:** 978-984-99198-7-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

# সঞ্চয়িতা

# প্রবেশক

১৯৬৭ সালে শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *উত্তরাধিকার*-এর প্রকাশ নানা কারণে ছিল উল্লেখযোগ্য। ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তখনকার অন্যতম প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা চট্টগ্রামের বইঘর একসঙ্গে তিনটি কবিতার বই বের করে। তার মধ্যে একটি ছিল কাদরীর *উত্তরাধিকার*, অপর দুটি শামসুর রাহমানের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *বিধ্বস্ত নীলিমা* ও আল মাহমুদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *কালের কলস*। বাকি দুজন বয়সে কাদরীর চেয়ে বড়, কিন্তু কবিতাচর্চার প্রেক্ষিতে প্রত্যেকেই পরস্পরের সমসাময়িক। বইঘরের রুচিশীল কর্ণধার সৈয়দ মোহাম্মদ শফির যত্নশীল তত্ত্বাবধানে ছাপা হওয়া, কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদশোভিত সুমুদ্রিত গ্রন্থত্রয় সাড়া ফেলতে বেশি সময় নেয়নি। তখন পঞ্চাশের দশকের এই তিন প্রধান কবির কাব্যগ্রন্থের একত্র প্রকাশ বাংলাদেশের কবিতার জগতে যেন একটি বিশেষ ঘটনাতেই পরিণত হয়েছিল। প্রথম কবিতার বই বেরোবার সময় কাদরীর বয়স ছিল সাড়ে চব্বিশ বছর। কিন্তু বই বেরোবার আগে থেকেই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিজের বেশ কিছু কবিতার মারফত তিনি কবি হিসেবে 'প্রায় প্রতিষ্ঠিত' (আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায়) হয়ে গিয়েছিলেন। বয়সের তুলনায় তাঁর কবিতার স্বর ও লেখনী ছিল রীতিমতো পরিণত, সংহত ও সুসংগঠিত। অপরপক্ষে কাঁচাত্বের কুণ্ঠা কিংবা লোক-দেখানো উগ্রতা তাতে অনুপস্থিত। আর *উত্তরাধিকার* বেরোবার পর সমকালীন কবি-সমালোচকেরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে এই কবির প্রথম বইয়ের প্রত্যেকটি কবিতাই যেন সুনির্বাচিত; এতে অন্তর্ভুক্ত ৪০টি কবিতার সবগুলো মনে সমান দাগ না কাটলেও (তা হওয়াটা কখনো সম্ভবও নয়) একটি দুর্বল কবিতাও সেখানে নেই। এমনটা তো বিশ্বকবিতার প্রেক্ষিতেই বিরল ঘটনা।

প্রথম কবিতার বইয়ের নির্মাণেই কাদরী পরিপক্বতার যে দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিলেন, তার নেপথ্য কারণ কী ছিল? বিষয়টা বুঝবার জন্য তাঁরই আরেক সমকালীন লেখক—যিনি তীক্ষ্ণধী সাহিত্য-বিশ্লেষকও বটেন—সৈয়দ শামসুল হকের ভাষ্য সহায় হতে পারে। সৈয়দ হক জানাচ্ছেন : '...কাদরী তো বড় কবি, কিন্তু সব বড় কবিই কি বোঝেন কবিতা কখন হয় ভালো?—কাদরী বুঝতেন, তাঁর

কবিমনটাই ছিল সোনা পরখের কষ্টিপাথর...নিজের কবিতা সম্পর্কেও কাদরীর ছিল স্থির বিচার—এই এটা কবিতা হয়েছে, ওটা হয়নি!...' তবে কেউ কেউ ঈষৎ বক্র-মন্তব্য করতেও তখন ছাড়েননি; বিশেষত, কাদরীর কবিতায় জীবনানন্দ-ব্যতিরেকে তিরিশের কবিদের—বিশেষত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব লভ্য বলে টিপ্পনী কেটেছেন স্বল্প-সংখ্যক সমালোচক। এর যথার্থ জবাব অবশ্য ১৯৬৯ সালেই এক আলোচনায় দিয়েছিলেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। শহীদ কাদরীর কবিতার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য নিশ্চিতভাবেই প্রণিধান ও উদ্ধৃতিযোগ্য : 'শহীদ কাদরীর শক্তির উৎস তাঁর অভিজ্ঞতা। ওই অভিজ্ঞতা একান্তভাবে ব্যক্তিক, কিন্তু সেই সঙ্গে সাম্প্রতিক। তাঁর কবিতায় তিনি মিলিয়েছেন এই দুই অভিজ্ঞতা, দুই অভিজ্ঞতা মিলে মিশে গেছে, ওই মিশ্রণ থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁর মেজাজ ও কবিতার আঙ্গিক। মেজাজ তাঁর আর্তবেদী, কিন্তু ব্যঙ্গনিপুণ; সচেতন পরিকল্পনা তাঁর লক্ষ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি উচ্চকণ্ঠ; ধিক্কারে তিনি আত্মমগ্ন, সেই সঙ্গে বক্তব্যনিষ্ঠ। ওই মেজাজ ও আঙ্গিক তিনি আহরণ করেছেন দুই উৎস থেকে। একটি কথ্যরীতিজাত ব্যঙ্গ উদ্দীপক, অন্যটি গম্ভীর কাল্পনিক।...অভিজ্ঞতার ওই ব্যবহার বাংলা কবিতার ধারায় হয়তো এই প্রথম সাবলীল।...কবিতার কাঠামো তাঁর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো ঋজু ও দৃঢ়নিবদ্ধ। কিন্তু দুইয়ের তফাত অসীম। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাঠামো দুর্গের মতো, কোনো একটি দার্শনিক সত্য উদ্‌ঘাটনে অবিরল ধাবিত, কিংবা সিদ্ধান্তের বাহক। সে ক্ষেত্রে শহীদ কাদরীর কাঠামো কোনো সিদ্ধান্ত উপস্থিত করে না, স্তবকে স্তবকে বক্তব্য কিংবা স্বীকারোক্তি হাজির করে, তাতে ধ্বনিত কখনো ব্যঙ্গ, কখনো উল্লাস, কখনো আর্তি; অন্যপক্ষে তাঁর বক্তব্য, স্বীকারোক্তি যুক্তিনিষ্ঠ নয়, তিনি ভালোবাসেন প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে, স্বীকারোক্তির স্বর্গ ও নরকে আলো ছড়াতে, তাই তাঁর স্তবকপুঞ্জ চিত্রল ও ধ্বনিময়।...'

শহীদ কাদরীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা* প্রকাশ পায় এর সাত বছর পর, ১৯৭৪ সালের মার্চে। এ বইয়ের ৩১টি কবিতায় কাদরীর কবিতার জগৎ তাঁর নিজস্ব স্বরভূমিতে স্থিত থেকেও নিজের ডানা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে স্বদেশকে অবলোকনের যে প্রবণতা প্রথম বইতে ছিল, তা এখানে আরও স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ হয়েছে। সমালোচকদের সমাদর ও পাঠকদের আগ্রহ—এই দুয়ের বিরল যুগলবন্দি ঘটেছিল *তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমার* ক্ষেত্রে।

১৯৭৮-এর জানুয়ারিতে ৩৫টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই*। এক্ষেত্রে, কাদরী নিজের পরবর্তী কবিতার বই প্রকাশে বিরতি কমিয়ে এনেছিলেন অনেকটাই। এর মাঝে তিনি অসুস্থ হয়ে বছরখানেকের জন্য শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তা না হলে হয়তো এই ব্যবধান আরও হ্রস্ব হতো বলে ধারণা করি। এই বই সমালোচকদের বিস্মিত করল, পাঠকদের মুগ্ধ। কাদরী নিজেকেই নিজে আরেকবার ছাড়িয়ে গেলেন। বইটি প্রকাশের ছয় মাসের মাথায় তা

নিয়ে লিখতে আবদুল মান্নান সৈয়দ তাই সবিস্ময়ে খেয়াল করলেন, '...শহীদ কাদরীর কবিতা ভেতরে ভেতরে ঘুরে এসেছে এক পাক, তাঁর তৃতীয় কবিতাগ্রন্থে একটি নতুন এবং নিজস্ব আয়তন বানিয়ে নিয়েছে। *উত্তরাধিকার*-এর কবির সঙ্গে এই কবির ইতোমধ্যেই একটি দূরত্ব রচিত হয়ে গেছে। মধ্যবর্তী *তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা*, এখন মনে হচ্ছে এক মধ্যবর্তী অলিন্দের মতোই। এই বইয়ে (কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই) স্বচ্ছভাবে ধরা পড়েছে কাদরীর নবলব্ধ জীবনপ্রত্যক্ষ, যা আর কখনো এরকমভাবে দেখা দেয়নি, প্রথম বইয়েও না, বোঝা যাচ্ছে কাদরীর বয়স বেড়েছে—মানসিক বয়সও।...ইতোমধ্যে কাদরী দীর্ঘ অসুস্থতায় ভুগেছেন; মনে হয়, তাঁর ওই অসুস্থতাজাত মানসিক নৈঃসঙ্গ ও একাকিত্বের বোধই তাঁকে দ্রুত এই জীবনবাণী উপহার দিয়েছে। এভাবেই শিল্পী তাঁর পারিপার্শ্বিককে কাজে লাগান, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধ পরিবেশের বিষকে এভাবেই শিল্পী মধুতে রূপান্তরিত করেন।...'

এরপর দীর্ঘ পরবাসের আখ্যান। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বছরেই শহীদ কাদরী প্রথমবারের মতো দেশ ছাড়লেন। এর মাঝে ১৯৮২ সালে অল্প কয়েক মাসের জন্য বাংলাদেশে ফিরলেও তখন আর কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। কবির জীবনেও বহু উত্থান-পতন ঘটে চলছিল। কখনো জার্মানির বন, কখনো ইংল্যান্ডের লন্ডনে এলোমেলো সময় কাটিয়ে আশির দশকের গোড়ায় তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য আবাস গাড়েন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের স্যালেম শহরে। আমেরিকা থেকে প্রকাশ পাওয়া কিছু বাংলা কবিতার কাগজে বা সাহিত্যপত্রে মাঝে মাঝে তাঁর দু-একটি নতুন কবিতার দেখা মিলতে থাকল নব্বইয়ের গোড়া থেকে। তবে তখন জীবিকা নির্বাহের সংগ্রাম ও ব্যক্তিগত নানা ঝঞ্ঝাটের কারণে নতুন কবিতার বই নির্মাণের অনুকূল মানসিক দশা কাদরীর ছিল না। এর মাঝে তিনি স্যালেম ছেড়ে প্রকৃত মহানগরী নিউইয়র্কে থিতু হন। যদিও তখন তাঁকে জটিল অসুস্থতা আক্রান্ত করেছে। তবু নিকটজনদের তাগাদা ও তৎপরতায় নতুন কবিতার বইয়ের কথা কাদরী ভাবতে থাকেন। বহু-বিচিত্র উৎস থেকে জোগাড় হতে থাকে একাধিক অগ্রন্থিত কবিতা। ১৯৭৭-এ দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত কবিতা 'কোথায় প্রবেশাধিকার' থেকে শুরু করে আমেরিকাবাসী এক নিকটজনের বিয়ে উপলক্ষ্যে ছাপা হওয়া শুভেচ্ছাপুস্তিকায় থাকা 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও'—এক এক করে জড়ো করার পর পাণ্ডুলিপিতে মোট কবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬টি। অবশেষে, দীর্ঘ একত্রিশ বছরের বিরতির পর ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ পেল তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও*। এই বই আবদুল মান্নান সৈয়দ পড়ার আগ পর্যন্ত মনে করতেন, '...ভেবেছি অমিয় চক্রবর্তীর মতো শহীদ কাদরী মার্কিনে থেকেও তো নিরন্তর কবিতাচর্চায় নিযুক্ত থাকেননি, কবিতা তাঁকে ছেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক—এবং সেটি কানাকড়ি দোষের বলেও আমি মনে করি না, মাত্র ১২ বছর কবিতাচর্চা করে সমর সেন গুরুত্ব-

মহত্ত্বপূর্ণ কবিতাই রেখে গেছেন : বিরামহীন আত্মচক্রমণের চেয়ে ঢের ভালো।...' কিন্তু তাঁর (এবং হয়তো আরও অনেক কাব্য-সমালোচক ও কবিতা-পাঠকেরও) ভুল ভাঙল বইটি পড়ার পর—'...একটি কপি সংগ্রহ করা গেল—এবং উপলব্ধ হলো শহীদ কাদরী অল্পপ্রজ কবি বটে, কিন্তু তিনি অমিয় চক্রবর্তী বা সমর সেন নন—তিনি তিনিই, সব প্রকৃত কবির মতো অতি প্রাতিস্বিক, এক নিজস্ব ঘরানার মালিক।...বই খুলে প্রথমেই যখন পড়ি 'স্বতন্ত্র শতকের দিকে' কবিতাটি, তখনই আমার মনে পড়ে যায়, শহীদ কাদরী 'উত্তরাধিকার' কবিতার জনক। কয়েক দশক আগে যিনি লিখেছিলেন 'উত্তরাধিকার', বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে সেই কবি লিখছেন 'স্বতন্ত্র শতকের দিকে'।...' এই কথাগুলো মান্নান সৈয়দ লিখেছিলেন ২০১০-এর মে মাসে প্রকাশিত এক পত্র-প্রবন্ধে।

মাঝেমধ্যে রসিকতা করে শহীদ কাদরী নাকি বলতেন, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মাত্র পাঁচটি কবিতার বই—তো আমারও পাঁচটা বই হোক—এই আমার ইচ্ছা!' সম্ভবত তরুণ বয়সে তাঁর সঙ্গে সুধীন দত্তের মিল 'আবিষ্কার' করে বসে থাকা গজদন্তমিনারবাসী সমালোচকদের কথা ভেবেই এই পালটা টিপ্পনী। রসিকতাকে একপাশে সরিয়ে অবশ্য কাদরী *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও* প্রকাশের পর থেকেই নতুন উৎসাহে পঞ্চম কাব্যগ্রন্থের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। ২০০৯ থেকে ২০১৬ সাল অবধি তাঁর লেখা নতুন কবিতাগুলো মূলত প্রকাশ পেয়েছিল আবুল হাসনাত সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্রিকা *কালি ও কলম*-এ। কিন্তু জীবদ্দশায় আর নিজের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থটি কাদরীর দেখে যাওয়া হয়নি। কবিপত্নী নীরা কাদরীর ক্লান্তিহীন তৎপরতায় ২০০৯-২০১৬ সময়পর্বে রচিত কবির ১৬টি কবিতা নিয়ে ২০১৭-র আগস্টে প্রকাশ পায় শহীদ কাদরীর অন্তিম কাব্যগ্রন্থ *গোধূলির গান*। একটি বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হলো।

২.

শহীদ কাদরীর লেখা তাবৎ কবিতার একত্রীকরণ এবং সর্বোপরি একটি মোটামুটি নির্ভুল প্রামাণ্য-পাঠ নির্ধারণের লক্ষ্যে, কবি-পরিবারের সম্মতি-সহযোগে *কবিতাসমগ্র* প্রকাশের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে কাদরীর পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের ১৫৮টি কবিতার সঙ্গে থাকছে বিশ শতকের পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকের মধ্যে লেখা ১০টি অগ্রন্থিত কবিতা। আরও আছে, তাঁর হাতে অনূদিত ১৩ বিদেশি কবির ২০টি কবিতা।

এই *কবিতাসমগ্র*র সম্পাদনার নীতি, কৌশল ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এখানে কিছু কথা স্পষ্ট করা ভালো। প্রথমত, আমরা কাদরীর প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত ওই গ্রন্থত্রয়ের সংকলন *শহীদ কাদরীর কবিতা*র [ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৩] পাঠকে প্রাথমিকভাবে প্রামাণ্য হিসেবে ধরলেও, মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন ও পঙ্‌ক্তিবিন্যাস চূড়ান্তকরণের জন্য আমরা

বইগুলোর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের শরণাপন্ন হয়েছি। মাত্র একটি বিভক্তি বা যতিচিহ্নের পরিবর্তনেও কবিতায় অর্থের ব্যাপক রদবদল ঘটে যেতে পারে। তাই প্রথম সংস্করণের সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখাটা আবশ্যিক ও জরুরি ছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম কাব্যগ্রন্থের বেলায় সেগুলোর প্রথম সংস্করণের পাঠকেই প্রামাণ্য ধরা হয়েছে। শহীদ কাদরীর পছন্দসই বানানরীতিকে অক্ষুণ্ন রেখেই যতটা সম্ভব বানানের সমতাবিধান করার চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অধরাই থেকে গেছে।

কবির অন্তিম বা পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ *গোধূলির গান*-এ ২০০৯-২০১৬ পর্যায়ে লেখা নতুন ১৬টি কবিতার (চতুর্থ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ-পরবর্তী সময়ে রচিত কবিতা) সঙ্গে ১৯৫৩-১৯৭৮ সময়পর্বে প্রকাশিত এবং ইতিপূর্বে অগ্রন্থিত ৬টি কবিতাও ('পরিক্রমা', 'জলকন্যার জন্যে', 'নাবিক', 'হারজিত', 'মত্ত দাদুরি ডাকে' ও 'ভ্রাম্যমাণের জার্নাল') অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু এই অগ্রন্থিত কবিতাগুলো আলাদা কোনো বিভাগে রাখা হয়নি, বরং বইয়ের বাকি কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে ছাপা হয়। এহেন সিদ্ধান্ত প্রকাশক এককভাবে কেন নিয়েছিলেন, তা বোধগম্য নয়। কাদরী যেরকম নিপুণভাবে তাঁর প্রত্যেকটি বইয়ের পরিকল্পনা সাজাতেন, বহু ভেবেচিন্তে কবিতাক্রম বিন্যস্ত করতেন—তা মাথায় রাখলে এই মিশিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি রীতিমতো অনাকাঙ্ক্ষিত (দৃষ্টিকটুও বটে)। আমরা এখানে তাই *গোধূলির গান* অংশে কেবলমাত্র ২০০৯-২০১৬ পর্যায়ে লেখা পূর্বোক্ত ১৬টি কবিতাই রেখেছি। আর 'অগ্রন্থিত কবিতা' অংশে বাকি ছয়টি কবিতাকে নিয়ে গেছি। যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের হাতে আসা আরও ৪টি সবিশেষ অগ্রন্থিত কবিতা ('গোধূলির গান', 'চিৎকার আমাদের চকচকে টাকা', 'শব্দকল্পদ্রুম' ও 'মধুচন্দ্রিমা')। বইয়ের বিন্যাসের এই পরিবর্তন স্বয়ং শহীদ কাদরীর গ্রন্থ-নির্মাণ সংক্রান্ত ভাবনাকে অনুসরণের এবং সম্মান প্রদর্শনের একটি প্রয়াস। অগ্রন্থিত আর অনুবাদ কবিতাগুলো প্রথম কোন পত্রিকায় এবং কবে প্রকাশ পেয়েছিল তার হদিস প্রত্যেকটি কবিতার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে।

**৩.**

শহীদ কাদরীর *কবিতাসমগ্র*র প্রকাশ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী নীরা কাদরী; সুদূর নিউইয়র্ক থেকে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, প্রতিনিয়ত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন, আমাদের নানান প্রশ্নের চটজলদি জবাবও জানিয়েছেন। প্রাবন্ধিক-গবেষক আহমাদ মাযহার এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি নির্মাণের নানা বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানিয়েছেন। কাদরীর কবিতার প্রামাণ্য-পাঠ নির্ণয়ের বিষয়ে কথাসাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক ইমতিয়ার শামীমের সারবান পরামর্শ দিশা দেখিয়েছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের *পূর্বাশা* পত্রিকার ফাইল ঘেঁটে একটি অগ্রন্থিত কবিতা উদ্ধার করে

পাঠিয়েছেন তানিয়া রায়। বহু খুঁজেও না-পাওয়া একটি বই দ্রুততার সঙ্গে জোগাড় করে দিয়েছেন মো. সেলিম।

বইয়ের অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ করছেন প্রিয় শিল্পী সব্যসাচী হাজরা, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ধন্যবাদের নয়—নিঃস্বার্থ ভালোবাসার। কবি প্রকাশনীর কর্ণধার সজল আহমেদ এই বই প্রকাশের জন্য আন্তরিকভাবে সক্রিয় ছিলেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

**মুহিত হাসান**
৫ নভেম্বর ২০২৪
রাজশাহী

## কবিতাক্রম

**উত্তরাধিকার [১৯৬৭]**


বৃষ্টি, বৃষ্টি ২১
নপুংসক সন্তের উক্তি ২৩
টেলিফোনে, আরক্ত প্রস্তাব ২৫
আমি কিছুই কিনবো না ২৬
নশ্বর জ্যোৎস্নায় ২৭
মৃত্যুর পরে ২৮
প্রেমিকের গান ২৮
উত্তরাধিকার ২৯
সঙ্গতি ৩১
স্মৃতি : কৈশোরিক ৩১
জানালা থেকে ৩২
পাশের কামরার প্রেমিক ৩৩
কবিতাই আরাধ্য জানি ৩৪
নিরুদ্দেশ যাত্রা ৩৫
প্রিয়তমাসু ৩৬
অলীক ৩৬
পরস্পরের দিকে ৩৭
সমকালীন জীবনদেবতার প্রতি ৩৮
নগ্ন ৩৯
দুই প্রেক্ষিত ৩৯
মোহন ক্ষুধা ৪০
বিপরীত বিহার ৪১
নিসর্গের নুন ৪২
ইন্দ্রজাল ৪৪
ভরা বর্ষায় : একজন লোক ৪৫
আলোকিত গণিকাবৃন্দ ৪৬
অবিচ্ছিন্ন উৎস ৪৬

পতন ৪৭
চন্দ্রালোকে ৪৭
এই শীতে ৪৮
নির্বাণ ৪৯
শত্রুর সাথে একা ৫০
কবি-কিশোর ৫১
জন্মবৃত্তান্ত ৫২
নর্তকী ৫৩
আমন্ত্রণ : বন্ধুদের প্রতি ৫৪
দয়ার্দ্র কানন ৫৪
চন্দ্রাহত সাঙাৎ ৫৫
ধেই ধেই ধেই করতে করতে যাবো ৫৬
অগ্রজের উত্তর ৫৬

**তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা [১৯৭৪]**
রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট্ রাইট লেফ্‌ট্ ৬১
সেলুনে যাওয়ার আগে ৬২
শেষ বংশধর ৬৩
অন্য কিছু না ৬৪
স্কিৎসোফ্রেনিয়া ৬৬
একবার শানানো ছুরির মতো ৬৭
বৈষ্ণব ৬৮
রবীন্দ্রনাথ ৬৮
বাংলা কবিতার ধারা ৭০
কবিতা, অক্ষম অস্ত্র আমার ৭০
নিষিদ্ধ জর্নাল থেকে ৭২
মাংস, মাংস, মাংস ৭৩
পাখিরা সিগন্যাল দেয় ৭৩
গোলাপের অনুষঙ্গ ৭৪
ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায় ৭৫
স্বাধীনতার শহর ৭৬
নীল জলের রান্না ৭৬
রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন? ৭৭
হে হিরণ্ময় ৭৮
বন্ধুদের চোখ ৭৯

ছুরি ৮১
এই সব অক্ষর ৮২
গাধা-টুপি প'রে ৮২
আইখম্যান আমার ইমাম ৮৩
যুদ্ধোত্তর রবিবার ৮৫
গোধূলি ৮৬
টাকাগুলো কবে পাবো? ৮৬
একুশের স্বীকারোক্তি ৮৮
একবার দূর বাল্যকালে ৯০
জতুগৃহ ৯১
তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা ৯২

**কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই [১৯৭৮]**
আজ সারাদিন ৯৭
কেন যেতে চাই ৯৯
প্রেম ১০০
'সঙ্গতি' ১০১
একটা মরা শালিক ১০২
বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলি ১০৪
তুমি গান গাইলে ১০৫
প্রত্যহের কালো রণাঙ্গনে ১০৬
কে যেন বলছে ১০৭
আমি নই ১০৮
অটোগ্রাফ দেয়ার আগে ১০৯
নর্তক ১১১
শীতের বাতাস ১১১
মৃত্যুর প্রাঞ্জল শিল্প ১১২
কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না ১১২
আবুল হাসান একটি উদ্ভিদের নাম ১১৩
উত্থান ১১৪
চাই দীর্ঘ পরমায়ু ১১৫
একটা দিন ১১৫
এবার আমি ১১৬
এক চমৎকার রাত্রে ১১৭
কোনো কোনো সকালবেলায় ১১৯

যাই, যাই ১২১
মৎস্য-বিষয়ক ১২১
আর কিছু নয় ১২৩
খুব সাধ ক'রে গিয়েছিলাম ১২৪
বালকেরা জানে শুধু ১২৫
জীবনের দিকে ১২৬
মানুষ, মানুষ ১২৭
এ-ও সঙ্গীত ১২৮
একটি ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের জার্নাল ১২৯
ধূসর জল থেকে ১৩২
বোধ ১৩৩
একটি উত্থান-পতনের গল্প ১৩৪
দাঁড়াও আমি আসছি ১৩৫

**আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও [২০০৯]**

স্বতন্ত্র শতকের দিকে ১৪১
সেই সময় ১৪২
আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও ১৪৩
আপনারা জানেন ১৪৪
একে বলতে পারো একুশের কবিতা ১৪৫
বিপ্লব ১৪৬
হন্তারকদের প্রতি ১৪৭
শীতরাত্রির স্বপ্ন ১৪৮
কক্সবাজারে এক সন্ধ্যায় ১৪৮
তাই এই দীর্ঘ পরবাস ১৪৯
তুমি ১৫১
পথে হলো দেরি ১৫২
সব নদী ঘরে ফেরে ১৫২
সবাই তাকে ছেড়ে গেছে ১৫৩
স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে একদিন ১৫৪
প্রজ্ঞা ১৫৫
শূন্যতা ১৫৬
গাছ, পাথর, সমুদ্র ১৫৬
কোনো নির্বাসনই কাম্য নয় আর ১৫৮
কোথায় প্রবেশাধিকার ১৫৯

নিষিদ্ধ পল্লীতে ১৬১
স্বগতোক্তি ১৬১
একা ১৬২
স্মৃতি-বিস্মৃতি ১৬৩
প্রবাসের পঙ্‌ক্তিমালা ১৬৪
মধ্যবয়স ১৬৫
আমরা তিনজন ১৬৬
অন্তিম প্রজ্ঞা ১৬৭
অসমাপ্ত বক্তব্য ১৬৮
যাত্রা ১৬৯
রীতি বিষয়ক কয়েকটি পঙ্‌ক্তি ১৭০
গন্তব্য ১৭১
বিব্রত সংলাপ ১৭২
কাক ১৭৩
কবি ১৭৪
নিরুদ্দেশ যাত্রা ১৭৪

**গোধূলির গান [২০১৭]**
গোধূলির গান ১৭৯
এখন সেই সময় ১৭৯
যদি মুখ খুলি ১৮০
অপেক্ষা করছি ১৮১
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গল্প ১৮৩
মানুষ, নতুন শতকে ১৮৪
কোথাও কেউ নেই ১৮৫
আমি প্রার্থনা করেছি তোমার কণ্ঠস্বরের উত্থান ১৮৫
প্রতিশ্রুতিগুলো ১৮৭
যুদ্ধ ১৮৭
জেনারেল, তোমাকে ১৮৮
আমাদের শেষ গানগুলো ১৮৯
উত্তর নেই ১৯০
হন্তারকদের প্রতি ১৯০
হত্যার স্মৃতি ১৯১
মৃত্যু ১৯২

**অগ্রন্থিত কবিতা**


পরিক্রমা ১৯৫
জলকন্যার জন্যে ১৯৬
গোধূলির গান ১৯৭
নাবিক ১৯৭
হারজিত ১৯৮
মত্ত দাদুরি ডাকে ১৯৯
চিৎকার আমাদের চকচকে টাকা ১৯৯
শব্দকল্পদ্রুম ২০০
মধুচন্দ্রিমা ২০১
ভ্রাম্যমাণের জার্নাল ২০১


**অনুবাদ কবিতা**


পাবলো নেরুদা ২০৭
ইয়ান্নিস রিৎসস ২১২
কনস্তানতিন কাভাফি ২১৫
আন্তোনিন বার্তুসেক ২১৮
জাক প্রেভের ২২০
বের্টোল্ট ব্রেখট ২২২
জর্জ সেফেরিস ২২৩
অ্যান সেক্সটন ২২৪
তাকুবোকু ইশিকাওয়া ২২৫
আকিকো ইয়োসানো ২২৭
শিগেহারু ইকানো ২২৮
চুইয়া নাকাহারা ২২৮
কোতারো তাকামুরা ২২৯

গ্রন্থ-পরিচয় ২৩১

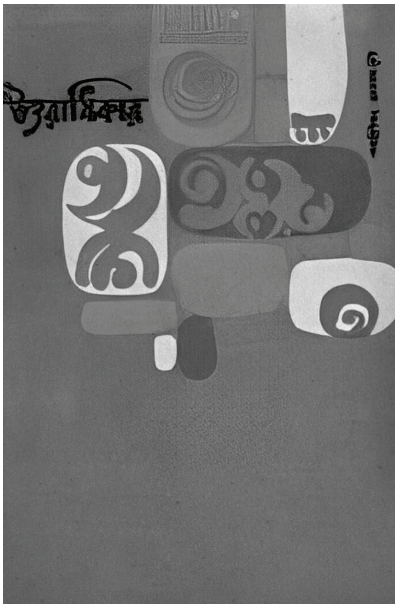


# উত্তরাধিকার

# বৃষ্টি, বৃষ্টি

সহসা সন্ত্রাস ছুঁলো। ঘর-ফেরা রঙিন সন্ধ্যার ভীড়ে
যারা ছিলো তন্দ্রালস দিগ্বিদিক ছুটলো, চৌদিকে
ঝাঁকে ঝাঁকে লাল আরশোলার মতো যেনবা মড়কে
শহর উজাড় হবে,—বলে গেল কেউ—শহরের
পরিচিত ঘন্টা নেড়ে নেড়ে খুব ঠাণ্ডা এক ভয়াল গলায়

এবং হঠাৎ
সুগোল তিমির মতো আকাশের পেটে
বিদ্ধ হলো বিদ্যুতের উড়ন্ত বল্লম!
বজ্র-শিলাসহ বৃষ্টি, বৃষ্টি : শ্রুতিকে বধির ক'রে
গর্জে ওঠে যেন অবিরল করাত-কলের চাকা,
লক্ষ লেদ মেশিনের আর্ত অফুরন্ত আবর্তন!

নামলো সন্ধ্যার সঙ্গে অপ্রসন্ন বিপন্ন বিদ্যুৎ
মেঘ, জল, হাওয়া,—
হাওয়া, ময়ূরের মতো তার বর্ণালী চিৎকার,
কী বিপদগ্রস্ত ঘর-দোর,
ডানা মেলে দিতে চায় জানালা-কপাট
নড়ে ওঠে টিরোনসিরসের মতন যেন প্রাচীন এ-বাড়ি!
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় জনারণ্য, শহরের জানু
আর চকচকে ঝলমলে বেসামাল এভিনিউ

এই সাঁঝে, প্রলয় হাওয়ার এই সাঁঝে
(হাওয়া যেন ইস্রাফিলের ওঁ)
বৃষ্টি পড়ে মোটরের বনেটে টেরচা,
ভেতরে নিস্তব্ধ যাত্রী, মাথা নীচু
ত্রাস আর উৎকণ্ঠায় হঠাৎ চমকে
দ্যাখে,—জল,
অবিরল
জল, জল, জল
তীব্র, হিংস্র
খল,
আর ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় শোনে

ক্রন্দন, ক্রন্দন
নিজস্ব হৃৎপিণ্ডে আর অদ্ভূত উড়োনচণ্ডী এই
বর্ষার ঊষর বন্দনায়

রাজত্ব, রাজত্ব শুধু আজ রাতে, রাজপথে-পথে
বাউণ্ডুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের, উন্মুল, উদ্বাস্তু
বালকের, আজীবন ভিক্ষুকের, চোর আর অর্ধ-উন্মাদের
বৃষ্টিতে রাজত্ব আজ। রাজস্ব আদায় করে যারা,
চিরকাল গুণে নিয়ে যায়, তারা সব অসহায়
পালিয়েছে ভয়ে।

বন্দনা ধরেছে,—গান গাইছে সহর্ষে
উৎফুল্ল আঁধার প্রেক্ষাগ্রহ আর দেয়ালের মাতাল প্ল্যাকার্ড,
বাঁকা-চোরা টেলিফোন-পোল, দোল খাচ্ছে ওই উঁচু
শিখরে আসীন, উড়ে-আসা বুড়োসড়ো পুরোন সাইনবোর্ড
তাল দিচ্ছে শহরের বেশুমার খড়খড়ি
কেননা সিপাই, সান্ত্রী আর রাজস্ব আদায়কারী ছিল যারা,
পালিয়েছে ভয়ে।

পালিয়েছে, মহাজ্ঞানী, মহাজন মোসাহেবসহ
অন্তর্হিত,
বৃষ্টির বিপুল জলে ভ্রমণ-পথের চিহ্ন
ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে
কেবল করুণ ক'টা
বিমর্ষ স্মৃতির ভার নিয়ে সহর্ষে সদলবলে
বয়ে চলে জল পৌরসমিতির মিছিলের মতো
নর্দমার ফোয়ারার দিকে,—

ভেসে যায় ঘুঙুরের মতো বেজে সিগারেট-টিন
ভাঙা কাঁচ, সন্ধ্যার পত্রিকা আর রঙিন বেলুন
মসৃণ সিল্কের স্কার্ফ, ছেঁড়া তার, খাম, নীল চিঠি
লন্ড্রির হলুদ বিল, প্রেসক্রিপসন, শাদা বাক্সে ওষুধের
সৌখীন শার্টের ছিন্ন বোতাম ইত্যাদি সভ্যতার
ভবিতব্যহীন নানা স্মৃতি আর রঙবেরঙের দিনগুলি

এইক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায়, বিদ্যুতে
নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে
ঝকঝকে, সদ্য, নতুন নৌকোর মতো একমাত্র আমি,
আমার নৈঃসঙ্গে তথা বিপর্যস্ত রক্তেমাংসে
নূহের উদ্দাম রাগী গরগরে লাল আত্মা জ্বলে
কিন্তু সাড়া নেই জনপ্রাণীর অথচ
জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসের স্বর, বাতাসে চিৎকার,
কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে
জলের আহ্লাদে আমি একা ভেসে যাবো?

## নপুংসক সন্তের উক্তি

শর্করার মতো রাশি রাশি নক্ষত্রবিন্দুর স্বাদে
রুচি নাই, ততটাই বিমুখ আমরা বন্ধুদের
উজ্জ্বল সাফল্যে অলৌকিক। কে গেল প্রাসাদে আর
সেই নীল গলির গোলকধাঁধা কার চোখে, ঈর্ষায় কাতর

কে-বা (হয়তো-বা আমরাও)। দ্রুত তিমিরে তলাবে
গদ্যের বদলে যারা সুললিত পদ্যে সমর্পিত—
টেরী কাটা মসৃণ চুলের কবি, পাজামা-পাঞ্জাবি
হাওয়ায় উড়িয়ে হাঁটে তারা আজীবন নিশ্চিন্তে নরক-ধামে,

এবং চৈতন্যে নেই অবিরাম অনিশ্চিত, অশেষ পতন
পলে পলে স্খলনের অঙ্গীকার আর অনুর্বর মহিলার
উদরের মত আর্ত উৎকণ্ঠিত, আবর্তিত শূন্যতার ভার,
নেই এই ভীড়াক্রান্ত, বিব্রত, বর্বর উর্ধ্বশ্বাস শহরের

তীক্ষ্ণধার জনতা এবং তার একচক্ষু আশার চিৎকার!
পূর্ণিমা-প্রেতার্ত তারা নির্বীজ চাঁদের নীচে, গোলাপ বাগানে
ফাল্গুনের বালখিল্য চপল আঙুলে, রুগ্নউরু প্রেমিকার
নিঃস্বপ্ন চোখের 'পরে নিজের ধোঁয়াটে চোখ রাখে না ভুলেও,

কল্পমান অবিবেকী হাতে গুঁজে দেয় ম্লান ফুল
পীতাভকুন্তলে তার, প্রথামতো সেরে নেয় কবির ভূমিকা,
ইতিহাসের আবহে নাকি আজ এ সকলই ঐতিহ্যসম্মত,—
এই নির্বোধ আনন্দ-গান, ওই অনাত্ম উৎসব!

আমরাই বিকৃত তবে? শান্ত, শুদ্ধ এই পরিবেশে
আতর লোবান আর আগরবাতির অতিমর্ত্য গন্ধময়
দেবতার স্পর্শ-পাওয়া পবিত্র গ্রন্থের উচ্চারণে
প্রতিধ্বনিময় শব্জীক্ষেতের উদার পরিবেশে

সুপ্রচুর বিমুক্ত হাওয়ায় কেন তবে কষ্টশ্বাস?
কেন এই স্বদেশ-সংলগ্ন আমি, নিঃসঙ্গ, উদ্বাস্তু,
জনতার আলিঙ্গনে অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, অনাত্মীয় একা,
আঁধার টানেলে যেন ভূ-তলবাসীর মতো, যেন

সদ্য উঠে-আসা কিমাকার বিভীষিকা নিদারুণ!
আমার বিকট চুলে দুঃস্বপ্নের বাসা? সবার আত্মার পাপ
আমার দু'চোখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমার মতো লেগে আছে?
জানি, এক বিবর্ণ গোষ্ঠীর গোধূলির শেষ বংশজাত আমি,

বস্তুতই নপুংসক, অন্ধ, কিন্তু সত্যসন্ধ দুরন্ত সন্তান!
আমাকে এড়ায় লোকে, জাতিস্মর অবচেতনার পরিভাষা
যেহেতু নিয়েছি আজ নিষ্করুণ আর্তস্বরে সাহসীর মতো,
তাই অগ্রজের আয়োজন শুরু হয় বধ্যভূমির চৌদিকে

আমাকে বলির পশু জেনে নিয়ে, উজ্জ্বল আতসবাজি আর
বিচিত্র আলোক সাজে ঢেকে দিয়ে রাত্রির আকাশ
দেখায় আবার ভেল্কি কাড়া-নাকাড়ায় সাড়া তুলে
যূথচারী মানুষেরে! এবং আমার শরীরের শব্জীক্ষেতে
অসীম উৎসাহভরে একটি কবর খুঁড়ে রাখে।